দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUL 13 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

# সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাঁদাবাজি!

॥ নূরুর রহমান ॥

কুমিল্লা শহরের ধর্মসাগরের পূর্ব পাড়। এখানে রয়েছে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টির নাম গুলবাগিচা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বেতন লাগে না। এই স্কুলটিতে বেতন নেয়া হয় না। তবে প্রতিমাসে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে চাঁদা নেয়া হয়। এই চাঁদাবাজি চলছে ১৯৭৭ সাল থেকে। রীতিমত কার্ড ছাপিয়ে তাতে চাঁদার অংক লিখে। অভিভাবকরা এ বিষয়ে লিখিতভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। কিন্তু ফল পাওয়া যায়নি।

গুলবাগিচা বিদ্যালয়ের একদা সুনাম ছিল লেখাপড়ার জন্য। সেই সুনাম নিয়ে এখন সংশয় থাকলেও চাঁদাবাজিটি চলছে নিয়মিত সংশয়হীনভাবে। ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসের ভর্তি ফি, পুনঃভর্তি ফি, নাস্তা, পরীক্ষা ফি, শিক্ষা সফর, মিলাদ, পাঠ পরিকল্পনা/রিপোর্ট কার্ড, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, হলদে পাখি/কাবস ও অন্যান্য খাতে চাঁদা আদায় করা হয়েছে, কমপক্ষে ১ লাখ ৭ হাজার টাকা। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের জন্য গোলাপী রংয়ের কার্ড ছাপানো হয়েছে। কার্ডের প্রথম পাতায় জ্ঞাতব্য লিখে বলা হয়েছে ঃ 'প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে চাঁদা টাকা জমা দিতে হইবে। এই কার্ড হারাইলে বা নষ্ট করিলে পুনরায় ১০ টাকা জমা দিয়া কার্ড সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রতিমাসে টাকা জমার সময় এই কার্ড সঙ্গে নিয়ে আসিতে হইবে।'

তৃতীয় শ্রেণী শালুক শাখার ছাত্রী তানজিয়া রোল ৮৮ তার কার্ডসহ কয়েকটি কার্ড সংগ্রহ করে দেখা গেছে ঃ জুলাই মাস পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে তাকে চাঁদা দিতে হয়েছে সাড়ে ৩শ' টাকা। বিদ্যালয়টির খাতাপত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ১৫ জন। খাতাপত্রের শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ১৫ জন। স্কুলটির খাতাপত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ১৫ জন। খাতাপত্রের বাইরে আরো এক শিক্ষিকা এখানে কর্মরত আছেন। তার বেতন কোথা থেকে আসে, সে প্রশ্নের উত্তর মিলেনি। ১২ই মার্চ প্রধান শিক্ষিকার স্বাক্ষরে যে প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে তাতে শিক্ষক-শিক্ষিকার কর্মতৎপরতা নির্দেশের জন্য ৭ নম্বরে যে ছক রয়েছে তাতে সব শিক্ষক-শিক্ষিকা সম্পর্কে বলা হয়েছে মোটামুটি। কিন্তু গত ৫ বছরে এই বিদ্যালয়টি থেকে বৃত্তি পেয়েছে মাত্র ১ জন।

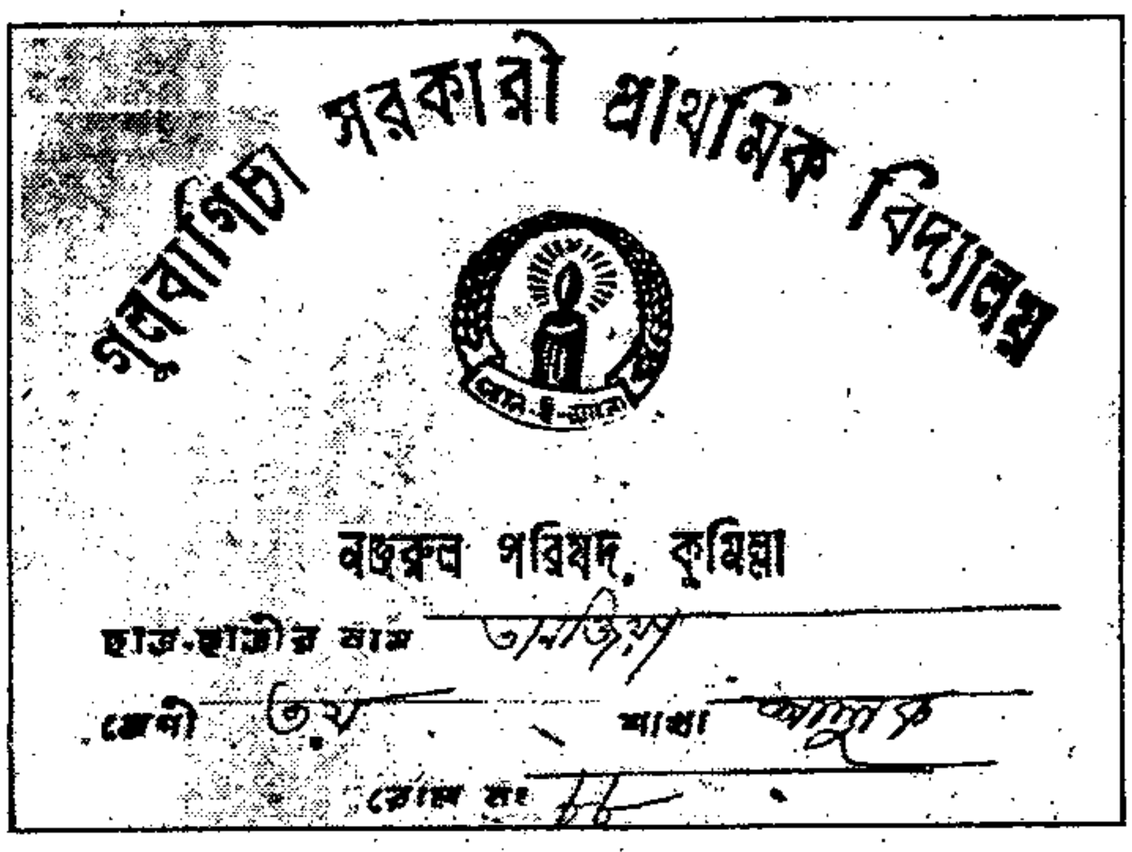


কুমিল্লা ঃ চাঁদা আদায়ের জন্য ব্যবহৃত বই — সংবাদ

বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় সম্পর্কে ৯৬ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে বলা হয়েছে, 'এই জাতীয় অবৈধ অর্থ আদায় হইতে বিরত থাকিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেয়া যাইতেছে। এই নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।' এই অফিস আদেশ এই বিদ্যালয়টির ক্ষেত্রে কার্যকর হয়নি। এমন কি অভিভাবকরা লিখিত অভিযোগ করেও চাঁদাবাজি বন্ধ করতে পারেনি।

৭ জন অভিভাবক স্বাক্ষরিত চাঁদাবাজি ও অন্যান্য অভিযোগ সম্বলিত একটি চিঠি পাঠানো হয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে। এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে মহাপরিচালকের পক্ষে সহকারী পরিচালক জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে চিঠি দেন সরেজমিনে তদন্ত করে ১৫ই মার্চের মধ্যে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য। এরপর ৩ মাস চলে গেছে। তদন্ত হয়নি, প্রতিবেদনও পাঠানো হয়নি।

উল্লেখ্য, গত ২রা ডিসেম্বর "সংবাদ"-এর প্রথম পাতায় 'কুমিল্লা পুলিশ লাইন প্রাথমিক স্কুল শিক্ষা অবৈতনিক, কিন্তু চাঁদা লাগে' শীর্ষক খবর প্রকাশিত হয়। এরপর এ বিষয়ে তদন্ত হয়। কিন্তু তদন্তে কি পাওয়া গেছে তা যেমন জানা যায়নি। তেমনি চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে দৃশ্যত কোন ব্যবস্থা গ্রহণের আলামতও পাওয়া যায়নি।